Hanafi Fikoher Itihash o Porichoy
Mufti Abdur Rouf

হানাফী ফিকহের ইতিহাস ও পরিচয়

মোঃ আব্দুর রউফ, খুলনা

আল-ইসলাম রিসার্চ সেন্টার

প্রকাশনায় ঃ

আল-ইসলাম রিসার্চ সেন্টার
২২১, বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০,
ফোন ঃ ৯৫৫৭১৭২

প্রথম প্রকাশ ঃ

জমাদিউল আউয়াল ১৪২২ হিজরী
আগস্ট ২০০১ ঈসায়ী
শ্রাবণ ১৪০৮ বাংলা

কম্পিউটার কম্পোজ ও প্রচ্ছদ ডিজাইন ঃ

তাওহীদ কম্পিউটার্স এন্ড পাবলিশার্স
৯০, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল,
ঢাকা-১১০০, ফোন ঃ ৭১১২৭৬২

মূল্য ঃ ৮/= টাকা মাত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

সকল প্রশংসা সেই মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য যিনি সকল কিছুর স্রষ্টা, অতঃপর তাঁর প্রেরিত রসূলের প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

কিছুলোক প্রশ্ন করে থাকেন "ইমাম আবূ হানীফার বর্ণিত হাদীস ও তার মাযহাব আপনারা গ্রহণ করেন না বরং তার পরিবর্তে সিহাহ সিত্তার হাদীস মেনে চলেন, অথচ সিহাহ সিত্তা সংকলিত হয়েছে ইমাম আবূ হানীফার বহু পরে।

ইমাম আবূ হানীফার বর্ণনা ১২০ হিজরী হতে ১৫০ হিজরীর মধ্যে আর সিহাহ সিত্তার সংকলন হল ২৫৬ হতে ৩০৩ হিজরীর মধ্যে। সিহাহ সিত্তার সংকলন ও ইমাম আবূ হানীফার মধ্যে ব্যবধান হল (২৫৬-১৫০)= ১০৬ হতে (৩০৩-১৫০)= ১৫৩ বৎসর।

বিষয়টি বুঝবার জন্য প্রথমে একটি কথা বলে রাখি, তাহলো আমরা কেবল সিহাহ সিত্তার হাদীসই মেনে চলি, অন্য কোন সংকলনের হাদীস মেনে চলিনা, কথাটি সত্য নয়। আমরা বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত সকল হাদীস মেনে চলার চেষ্টা করি। তবে বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে মানের দিক হতে সকল সহীহ্ হাদীসকে সমান মনে করি না। তাই অধিকতর বিশুদ্ধ হাদীসের তুলনায় তার চাইতে কম বিশুদ্ধ হাদীস গ্রহণ করি না। যেমন খেজুর বা আখের গুড় এবং চিনি। গুড়ও মিষ্টি এবং চিনিও মিষ্টি। ধরুন, কোন বাজারে উভয়টার মূল্য সমান। এক্ষেত্রে কেউ সমান মূল্য দিয়ে গুড় কিনলেন, কেউ চিনি কিনলেন। এক্ষেত্রে আমরা গুড়ের পরিবর্তে চিনিকে গ্রহণ করলাম। এটাই হল পার্থক্য। মানের তারতম্য হিসেবে গ্রহণ ও বর্জনের পার্থক্য উসূলে হাদীসে বহু পুরাতন বিষয়। উসূলে হাদীসের কোন কিতাব মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে– (পাঠ করুন মাদরাসার পাঠ্য মুকাদ্দামা মিশকাত)। এবার পূর্বের কথায় ফিরে যাই। হাদীস গ্রহণের জন্য বর্ণনাকারীগণের বিশুদ্ধতা অপরিহার্য। অর্থাৎ বর্ণনাকারীগণ সকলে বিশুদ্ধ হলে হাদীস বিশুদ্ধ হয়। ইমাম আবূ হানীফা তাবি তাবিঈ। তাই তাঁর মধ্যে ও সাহাবাদের মধ্যে একজন বর্ণনাকারী তাবিঈ অবশ্যই থাকবেন। ঐ তাবিঈ যদি বিশুদ্ধ হয় তাহলে হাদীস আবূ হানীফা পর্যন্ত সহীহ হবে, তেমন আবূ হানীফার বর্ণিত হাদীস যাদের মাধ্যমে পরবর্তী লোকেরা পাবেন সেই সূত্রগুলোও ধারাবাহিক ও বিশুদ্ধ হলে তার হাদীস বিশুদ্ধ হবে। তাবিঈদের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য যেমন ছিল, বিশ্বাস করা হয়নি এমনও ছিল। দুঃখের বিষয় ইমাম আবূ হানীফা যদি কোন হাদীসের কিতাব সংকলন করে যেতেন তাহলে আমরা যেমন সিহাহ সিত্তাহ হতে সহীহ্ হাদীস গ্রহণ করি, তেমন

তাঁর সংকলন হতেও সহীহ হাদীস গ্রহণ করতাম। ইমাম আবূ হানীফা নিশ্চয়ই বয়সে সিহাহ সিত্তার ইমামগণ হতে প্রবীণ কিন্তু কেবল প্রবীণত্ব গ্রহণ ও বর্জনের নীতি নয়। ইব্রাহীম (আঃ) হতে তাঁর পিতা অবশ্যই প্রবীণ ছিলেন, কিন্তু ইব্রাহীম (আঃ)-এর উম্মত কি নবীন ইব্রাহীম (আঃ)-এর কথা বর্জন করে তাঁর প্রবীণ পিতার কথা শুনলে ভাল করতেন?

রসূল (সঃ)-এর চাচা অবশ্যই রসূল (সঃ) হতে প্রবীণ ছিলেন। মক্কাবাসীগণ কি নবীন মুহাম্মাদ (সঃ)-এর কথা বর্জন করে তাঁর প্রবীণ চাচার পথ অবলম্বন করলে হেদায়াত পেত?

ইমাম আবূ হানীফার জন্ম ৮০ হিজরীতে। ইমাম বুখারীর জন্ম ১৯৪ হিজরীতে। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা ইমাম বুখারী হতে (১৯৪-৮০)=১১৪ বৎসরের প্রবীণ। অতএব, সহীহ বুখারীর বহু পূর্বে সহীহ আবূ হানীফা সংকলিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। ইমাম মুসলিম ইমাম আবূ হানীফা হতে (২০২-৮০)=১২২ বৎসরের নবীন। অতএব, সহীহ মুসলিমের মত সহীহ আবূ হানীফা সহীহ মুসলিমের পূর্বেই সংকলিত হবার কথা ছিল।

তিনি ইমাম আবূ দাউদের জন্মের (২০২-৮০)=১২২ বৎসর পূর্বে, ইমাম তিরমিযী জন্মের (২০৯-৮০)=১২৯ বৎসর পূর্বে, ইমাম ইবনু মাজাহর (২৯০-৮০)=২১০ বৎসর পূর্বে, ইমাম নাসাঈর (২২৩-৮০)=১৪৩ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু সুনানু আবূ হানীফা পৃথিবীর মুসলমান পেল না। সিহাহ সিত্তার সংকলনকারী ইমামগণ ভূবন বিখ্যাত। তারা ইমাম আবূ হানীফার কোন বর্ণনা গ্রহণ করেননি। কেন গ্রহণ করেননি? কেউ যদি বলেন তারা কেবল হিংসার বশবর্তী হয়ে ইমাম আবূ হানীফার বর্ণনা ত্যাগ করেছেন, তাহলে বলব হিংসুকের বর্ণিত হাদীস সহীহ হয় কি করে? হানাফী মাযহাবের মাদরাসা সমূহে সিহাহ সিত্তাহ সহীহ সংকলন হিসাবে পড়ানো হয় কেন? কেন তারা ইমাম আবূ হানীফার বর্ণনা গ্রহণ করেননি সে আলোচনা ভিন্ন বিষয়, তবে এটাই সত্য যে তাঁরা ইমাম আবূ হানীফাকে বর্জন করেছেন। আমরা যদি আবূ হানীফার বর্ণিত হাদীস মান্য করতে চাই, তাহলে তাঁর কোন সংকলন কোথায় পাব? কিন্তু একদল মানুষ বলেই চলেছেন ইমাম আবূ হানীফাকে কেন মানেন না?

আমরা এই প্রশ্নের জবাব দিলাম অত্র পুস্তকে। আমরা আমাদের পুস্তকে যে সকল তথ্য পেশ করেছি, যদি কেউ বরাত মত না পেয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই মেহেরবানী করে লিখে পাঠাবেন। আমরা পরবর্তী সংস্করণে বরাত ছাপিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ। কোন পাঠক যদি কোন ভুল পান তাহলে মেহেরবানী করে আমাদিগকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন। বাস্তবিক পক্ষেই যদি ভুল হয় তাহলে অবশ্যই পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেব।

بسم الله الرحمن الرحيم

ইমাম আবূ হানীফার কিতাব

হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ্ কোন বিষয়েই ইমাম আবূ হানীফা কোন কিতাব লিখে যাননি। তিনি বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন বিষয়ে, কিছু পত্র লিখেছিলেন, তার মৃত্যুর পর ঐ সকল পত্রসমূহ বিভিন্ন নামে প্রকাশিত হয়; যেমন ফিকহুল আকবার, আল আলিমু অল মুতাআল্লিমু, আর-রাদ্দু আলাল কাদরিয়াহ প্রভৃতি। রাদ্দুল মুহ্তার, মুকাদ্দামা, নাকলু মাযহাবী আবূ হানীফা ১ম খণ্ড, ৩৮ পৃঃ।

* "ইমাম আবূ হানীফা তাঁর শিষ্যদিগকে মৌখিক শিক্ষাদান করতেন, তিনি তাঁর কিছুই লিখিয়েও যান নাই।" (ইসলামী সংস্কৃতির ইতিহাস- ১৯৬ পৃঃ, সামসুদ্দীন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ)

* ইমাম আবূ হানীফা আলোচনা মৌখিক করতেন, লেখাতেন না। তিনি বলতেন "আমি একজন মানুষ, আজ একটি মত প্রকাশ করছি। পরের দিন বিবেচনা করে দেখছি আমার গতকালের মত ঠিক ছিল না। তাই গতকালের মত পরিবর্তন করি। তাই আমার মতামত কেউ লিখে রাখবে না।" (তাবিলু মুখতালিফিল হাদীস- ৬২-৬৩ পৃঃ, মুহাম্মাদ বিন কুতাইবা, সিফাতু সালাতিন্নবী- ২৫ পৃঃ, মুহাম্মাদ নাসীরুদ্দীন আলবানী)

* ইমাম আবূ হানীফার কোন প্রামাণ্য লেখা বর্তমান নাই, হয়ত আদৌ ছিল না। (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ- ২৮ পৃঃ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রকাশকাল ১৯৮২, জুন)

ইমাম আবূ হানীফা নিজে কোন কিতাব লিখেননি, তাই তাঁর কোন কিতাব নাই। লিখতে নিষেধ করেছেন তার কারণ হল তাঁর মতামত ছিল তাঁর চিন্তা প্রসূত। প্রথমবার চিন্তা করে যা বলতেন আবার চিন্তা করে অন্য কিছু বলতেন। প্রথম মত লেখা হল সকাল বেলায়, কিন্তু সে মতামত বাতিল করলেন দুপুরে। সকালের মতামত লিখে নিয়ে কোন ভক্ত চলে গেল, সে বিকালে থাকল না। বিকালে ইমাম আবূ হানীফা ভিন্নমত প্রকাশ করলেন তাও লেখা হল। দেখা গেল দু'টি ভিন্ন ভিন্ন মত; দু'টাই তার। কিন্তু কোন্টা সর্বশেষ তা জানা গেল না। ফলে তাঁর মত নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হল। এই জটিলতার সৃষ্টি না হয় তার জন্য তিনি তাঁর মতামত লিখতে নিষেধ করেছিলেন। অন্য আর একটি কারণও ছিল। যারা তাঁর মতামত লিখতেন তারা ইমাম আবূ হানীফার মতামত লিখার সাথে সাথে ঐ একই পাণ্ডুলিপিতে নিজেরও মতামত লিখতেন। একবার তাঁর প্রধান ছাত্র ইমাম আবূ ইউসুফ একটি পাণ্ডুলিপি হতে ইমাম আবূ হানীফার মতামত পড়ে শুনাতে লাগলেন। পড়তে পড়তে এমন একটি কথা পড়ে শুনালেন যা ইমামের মত ছিল না। ইমাম আবূ হানীফা বললেন এ মততো আমার নয়। আবূ ইউসুফ বললেন এটা আপনার মত নয়, এটা আমার মত। আপনার মতের পার্শ্বে আমি আমার মতটাও লিখে রেখেছি। ইমাম আবূ হানীফা তখন আবূ ইউসুফকে বললেন- "আবূ ইউসুফ! তুমি আমার কোন মতামত লিখে রাখবে না।" (মানাকিবুল ইমাম আযম, ইমাম ফারদারী ১০৯ পৃঃ, ১ম খণ্ড, প্রকাশক দায়েরাতুল মায়ারিফ, হায়দারাবাদ)

এই ঐতিহাসিক উদ্ধৃতিতে প্রমাণ হয় ঃ

১। ইমাম আবূ হানীফার লিখিত কোন কিতাব নাই।

২। তিনি তাঁর মতামত নিজে লিখেননি, লেখার অনুমতিও দেননি। এটাই হলো ইমাম আবূ হানীফার লিখিত কিতাবের সত্য ইতিহাস।

উসমান বাত্তী নামক ইমাম আবূ হানীফার একজন বন্ধু ঈমান ও আক্বীদা সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করেছিল ইমাম আবূ হানীফা তার প্রশ্নের জবাবে একটি পত্র লিখেন। ইমাম আবূ হানীফার মৃত্যুর বহু বছর পর পত্রটি পাওয়া যায়। হানাফী অনেক আলেম পত্রটি ইমাম আবূ হানীফার বলে মেনে নিতে চান না। কারণ বিভ্রান্ত দলসমূহের মধ্যে মুর্জিয়া একটি দল। পত্রে মুর্জিয়া দলের কোন সমালোচনা করা হয়নি। কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে কাদ্‌রি, মোতাযেলাদের। তাই কেউ কেউ বলেন, ইমাম আবূ হানীফা মুর্জিয়া। কারণ পত্রে মুর্জিয়াদের সমর্থনে কিছু কিছু কথা পাওয়া যায়, তাই অনেক হানাফী আলেম পত্রটা ইমাম আবূ হানীফার বলেই মানেন না। কিছু কিছু আলেম মুর্জিয়াদের সমর্থনে বলা কথাগুলির ব্যাখ্যা করে বুঝাতে চেয়েছেন যে, ঐ একই কথাগুলি মুর্জিয়াগণ এক অর্থে বলেছে এবং আবূ হানীফা ভিন্ন অর্থে বলেছেন। যারা পত্রটি ইমাম আবূ হানীফার বলে বিশ্বাস করেন তারা পত্রটির নামকরণ করেছেন "ফিকহুল আকবর"। ইমাম আবূ হানীফা পত্রের এ নাম দেননি বরং ব্যাখ্যাকারীগণ দিয়েছেন। ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে মোল্লা আলী কারীর ব্যাখ্যা সমধিক সমাদৃত। **মোদ্দা কথা হল** ফিকহুল আকবার কেউ বলেন ইমাম আবূ হানীফার লিখিত নয়, কেউ বলেন তার লিখিত পত্র। তবে লেখাটিতে অনেক বিষয় জানবার আছে বলে আমরা মনে করি।

আল মুখতাসারুল কুদূরী ঃ এ গ্রন্থখানি বর্তমান বিশ্বে হানাফী মাযহাবের "কিতাব" নামে পরিচিত। হানাফী ফিকাহ অথবা হানাফী ফিকার কোন গ্রন্থে "কিতাবে আছে' বলে উল্লেখ থাকলে বুঝে নিতে হবে কিতাব অর্থ আল মুখতাসারুল কুদূরী। অতএব, গ্রন্থখানি হানাফী মাযহাবের গ্রন্থ বলে নির্ধারিত। (মাদরাসার পাঠ্য দাখিল নবম ও দশম ভূমিকা, ৭ পৃঃ গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী, আরাফাত পাবলিকেশন্স। ফিকার ক্রমবিকাশ পৃঃ ১১২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।)

এই গ্রন্থে ১২ হাজার মাসআলাহ আছে। হানাফী ফিকাহ শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থখানি উপমহাদেশের সকল হানাফী মাদরাসার পাঠ্যভুক্ত।

গ্রন্থকার পরিচিতি ঃ নাম ঃ আবুল হাসান, পিতার নাম আহমাদ। কুদূরী নামেও পরিচিত। হাঁড়ি-পাতিলকে বলা হয় কুদূর। হাঁড়ি-পাতিলের ব্যবসায়ীকে বলা হয় কুদূরী। সম্ভবত গ্রন্থকার হাঁড়ি-পাতিলের ব্যবসায়ী ছিলেন বলে তাকে কুদূরী বলা হত।

তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন ৩৬২ হিজরীতে। মৃত্যুবরণ করেন ৪২৮ হিজরীতে। গ্রন্থখানি তিনি নিজ হাতে লিখেন নাই। কিতাবের শুরুতে লিখিত আছে যে, "আবুল হাসান বলেছেন-"। এতে প্রমাণ হয় যে, আবুল হাসান ১২ হাজার মাসআলাহ বলেছেন, অন্য যে কেউ তা লিপিবদ্ধ করেছেন। অতঃপর ঐ লিপিবদ্ধ গ্রন্থকে আল মুখতাসারুল কুদূরী নামকরণ করা হয়েছে। কে লিখেছেন, তার নাম, ঠিকানা কিছুই জানা যায় না। অতএব, সংকলনকারীর নাম ও ঠিকানা বিহীন এই গ্রন্থখানাই হল হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাব।

আবুল হাসানের মৃত্যুর দিন যদি গ্রন্থ লেখার শেষ দিন ধরা যায় তাহলে গ্রন্থ লেখা হয় ৪২৮ হিজরীতে। হানাফী মাযহাব অর্থ ইমাম আবূ হানীফার মাযহাব। ইমাম আবূ

হানীফার জন্ম ৮০ হিজরীতে, মৃত্যু ১৫০ হিজরীতে। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফার মৃত্যুর (৪২৮-১৫০)=২৭৮ বৎসর পর গ্রন্থটি সংকলিত হয়। আবুল হাসানের সাথে ইমাম আবূ হানীফার কোন দিন সাক্ষাত হয়নি। তিনি ইমাম আবূ হানীফার কথাগুলি কার নিকট পেলেন তার কোন সূত্র বর্ণনা করেন নাই। অতএব, ইমাম আবূ হানীফার নামে বর্ণিত কথাগুলির কোন সূত্র নাই। তেমন বহু কথা আছে যা ইমাম আবূ হানীফারও নয়, তাও হানাফী মাযহাব বলে পরিচয় দেয়া হয়। যেমন- "আবূ হানিফার মতে মাটি জাতীয় সমস্ত বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম জায়িয। যেমন- বালি, পাথর, চুন, সুরকী, সুরমা, হরিতাল।" (কুদূরী ৪২ পৃঃ)। এ কথাটা ইমাম আবূ হানীফার নামে বলা হল। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফার মৃত্যুর ২১২ বৎসর পর জন্ম নিয়ে কোন সূত্রে আবূ হানিফার কথাটা পেলেন লেখক তা বললেন না। অতএব, কথাটা আবূ হানীফার তা বিশ্বাস করার কোন প্রমাণ নেই।

কুদূরীতে লেখা আছে- "যদি কোন ব্যক্তির শরীরে বা কাপড়ে এক দিরহাম পরিমাণ (এক তোলা অর্থাৎ রিয়াদ মিউজিয়ামে রক্ষিত দিরহামকে নমূনা ধরা হয়েছে) রক্ত, মলমূত্র, মদ লেগে থাকে তাহলে তা সহ নামায পড়া জায়েয হবে।" (কুদূরী ৫২ পৃঃ)। এ মাসআলাটা কে রচনা করেছেন, তার নাম নাই। অথচ এটা কুরআনে নাই, হাদীসে নাই, কার কথা তারও নাম নাই। আর এটাই হানাফী মাযহাব।

এ হানাফী মাযহাব চালু হয়েছে ইমাম আবূ হানীফার মৃত্যুর (৪২৮-১৫০)=২৭৮ বৎসর পর। বিশ্বের সকল সহীহ হাদীস সংকলনের বহু বছর পর।

১। পৃথিবীর সর্বপ্রথম সহীহ হাদীসের সংকলন হয় মুয়াত্তা মালিক। মুয়াত্তা মালিক সংকলিত হয় ১৭৯ হিজরীতে। আর কুদূরী লিপিবদ্ধ ৪২৮ হিজরীতে। অতএব, কুদূরী মুয়াত্তা মালিকের (৪২৮-১৭৯)=২৪৯ বৎসর পর রচিত হয়।

২। সহীহ আল বুখারীর ((৪২৮-২৫৬)=১৭২ বৎসর পর।

৩। সহীহ মুসলিমের (৪২৮-২৬১)=১৬৭ বৎসর পর।

৪। সুনান-আবী দাউদের (৪২৮-২৬১)=১৬৭ বৎসর পর।

৫। সুনান তিরমিযীর (৪২৮-২৭৯)=১৪৯ বৎসর পর।

৬। সুনান ইবনু মাজার (৪২৮-২৭৩)=১৫৫ বৎসর পর।

৭। সুনান নাসাঈর (৪২৮-৩০৩)=১২৫ বৎসর পর।

অর্থাৎ সিহাহ সিত্তার সংকলনের বহু বছর পর আল মুখতাসারুল কুদূরী হানাফী মাযহাবের কিতাব লিপিবদ্ধ হয়। এই কিতাবে সিহাহ সিত্তার কোন বরাত নাই।

অতএব, হানাফী মাযহাবের সাথে হাদীসেরও কোন সম্পর্ক নাই, তেমন আবূ হানীফারও কোন সম্পর্ক নাই। আবূ হানীফার নামে সম্পূর্ণ এ একটি বানানো মাযহাব।

কেউ বলতে পারেন সিহাহ সিত্তার পূর্বে যে সকল হাদীসের সংকলন ছিল আবুল হাসান কুদূরী তার বরাতে মাসআলাহ লিখেছেন অথবা ইমাম আবূ হানীফা তার বরাতে মাসআলাহ আবিষ্কার করেছেন। তার জবাবে বলব, তাহলে ঐ সকল হাদীসের সংকলনের নাম ঠিকানা বলুন পরীক্ষা করে দেখা যাক। আমরাতো কিতাবে কোন হাদীসের সংকলনের নাম ঠিকানা পাই না।

১। আল হিদায়া ঃ

গ্রন্থ পরিচয় ঃ এ গ্রন্থখানি মুখতাসারুল কুদূরীর ব্যাখ্যা। লেখক হলেন আলী বিন আবী বকর। ব্যাখ্যা গ্রন্থখানি লেখা হয় ৫৯৩ হিজরীতে। মুখতাসারুল কুদূরীর (৫৯৩-৪২৮)=১৬৫ বৎসর পর। মুখতাসারুল কুদূরীর লেখকের সাথে হিদায়ার লেখকের কোন দিন সাক্ষাত হয় নাই। তিনি কোন্ দলিলের ভিত্তিতে কোন্ মাসআলাহ বলেছেন তা কোন প্রকারে তার নিকট হতে জানতে পারেন নাই। তবুও মুখতাসারুল কুদূরীর বিরাট ব্যাখ্যা তিনি লিখেছেন।

এই ব্যাখ্যার মূল্যায়ন হানাফীদের নিকট কুরআনের ন্যায়। হিদায়া ৩য় খণ্ড, ২য় ভলিউম- পৃঃ ৪ আরবী। মাদরাসার পাঠ্য হিদায়া ঃ ফাজেল ক্লাসের পাঠ্য, ভূমিকা পৃঃ ৬, আরাফাত পাবলিকেশন্স। গ্রন্থখানি কওমী মাদরাসা ও উঁচু শ্রেণীতে পড়ানো হয়।

গ্রন্থকার পরিচিতি ঃ হিদায়ার লেখক কোন হাদীসবিদ ছিলেন না। ফলে তিনি জাল, যঈফ সকল শ্রেণীর হাদীস নির্বিচারে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। তিনি ৫১১ হিজরীতে তুর্কি অঞ্চলের কারগান নামক প্রদেশের মুরগিনান নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সমরকন্দ (তুর্কিঅঞ্চল) নামক শহরে ৫৯৩ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। ঐ শহরে মুসলমানদের ক্ববরস্থান ছিল আলাদা, খৃষ্টানদের ছিল আলাদা, ইহুদীদের আলাদা। ঐ অঞ্চলে মুসলমানগণ কেবলমাত্র কুরআন হাদীস মেনে চলতেন। কোন মাযহাব কেউ মানত না। ঐ অঞ্চলে মুসলমানগণকে বলা হত মুহাম্মাদী, খৃষ্টানদেরকে বলা হত ঈসায়ী, ইসরাইলদেরকে বলা হত ইহুদী। খৃষ্টানদের ক্ববরস্থানের নাম ছিল ঈসায়ী ক্ববরস্থান। মুসলমানদের ক্ববরস্থানের নাম ছিল মুহাম্মাদী ক্ববরস্থান। হিদায়ার লেখক মারা যাবার পর মুহাম্মাদী ক্ববরস্থানে দাফন করতে নিয়ে যাওয়া হলে মুসলমানগণ মুহাম্মাদী ক্ববরস্থানে তাঁকে দাফন করতে বাধা দেয়। লেখকের ভক্তগণ তাকে অন্যত্র দাফন করেন। কিতাবখানি আরবী ভাষাভাষী অঞ্চলের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, কিংবা পাঠাগারে পাওয়া যায় না। রিয়াদ বিমান বন্দরে কিতাবখানি আমার নিকট হতে পুলিশ জব্দ করে। কিছুক্ষণ পর তারা বললেন এ কিতাব এদেশে সাধারণের জন্য নিষিদ্ধ, তাই কিতাব দেয়া হবে না।

হিদায়া ইমাম আবূ হানীফার মৃত্যুর (৫৯৩-১৫০)=৪৪৩ বৎসর পর (মৃত্যুর বছরকে লেখার বৎসর ধরা হয়েছে) লেখা হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফার নামে বহু কথা বলা হয়েছে কিন্তু তার কোন সূত্র বলা হয় নাই। হিদায়ার লেখক ইমাম আবূ হানীফার মৃত্যুর (৫১১-১৫০)=৩৬১ বৎসর পর জন্ম নিয়ে কিভাবে ইমাম আবূ হানীফার মতামত অবগত হলেন তার কোন সূত্রই বলেন নাই। অতএব, সূত্রবিহীন কারো কোন কথা মান্য করা ইসলামে জায়েয নাই। (সহীহ মুসলিম বাংলা ১ম খণ্ড)

এ কিতাবখানিতে সিহাহ সিত্তার কোন বরাত নাই। অথচ সিহাহ সিত্তার সংকলন হয়েছে তার বহু বছর পূর্বে। হিদায়া লেখা হয় হাদীসের সর্বপ্রথম সংস্করণ–

১। মুয়াত্তা ইমাম মালিকের (৫৯৩-১৭৯)= ৪১৪ বৎসর পর।
২। সহীহ আল বুখারী সংকলনের (৫৯৩-২৫৬)=৩৩৭ বৎসর পর।
৩। সহীহ মুসলিম সংকলন হবার (৫৯৩-২৬১)=৩৩২ বৎসর পর।

৪। সুনান আবী দাউদ সংকলন হবার (৫৯৩-২৬১)=৩৩২ বৎসর পর।
৫। সুনান তিরমিযী সংকলনের (৫৯৩-২৭৯)=৩১৪ বৎসর পর।
৬। সুনান ইবনু মাজাহ সংকলনের (৫৯৩-২৭৩)=৩২০ বৎসর পর।
৭। সুনান নাসাঈ সংকলন হবার (৫৯৩-৩০৩)=২৯০ বৎসর পর।

হাদীসের সংকলনগুলিতে রসূল (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ ইসলাম লিপিবদ্ধ ছিল। মানুষ তার উপর আমল করে আসছিল। মক্কা ও মদীনা সহ গোটা হেজাজে ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদের বহু ভক্ত ছিলেন।

মক্কা ও মদীনার সাথে কোন বিরোধ ছিল না। কারণ ঐ তিন ইমাম ছিলেন মুহাদ্দিস আর মক্কা ও মদীনায় রসূলের হাদীস ছাড়া কেউ কোন কথা মানত না। তাই ঐ তিন ইমামের সাথে মক্কা ও মদীনার কোন বিরোধ ছিল না। মক্কা ও মদীনার মধ্যে মক্কা মদীনাকে অনুসরণ করত। কারণ রসূল (সঃ)-এর জীবনের শেষ সময় তিনি মদীনায় অতিবাহিত করেন। কিন্তু মদীনার বাইরে দীনের ইল্‌ম ছিল না। মদীনা হতেই বাইরে ইল্‌ম পৌঁছেছে। যারা ইসলামকে বিকৃত করতে চেয়েছে তারা অনারব মুসলমান দেশগুলি বেছে নিয়েছে। তাতে সুবিধা ছিল দু'টা।

১। একটা হল সত্যতা যাচাইয়ের জন্য মদীনা যাওয়া সকলের জন্য সম্ভব নয়। বিকৃতকারীগণ যা বলবেন তাই মেনে নিতে হবে।

২। অন্যটা হল ভাষা। অনারব দেশের মানুষের ভাষা আরবী নয়। তাই তারা কুরআন-হাদীস বুঝতে পারে নাই। তাদের দেশের অনারব যারা আরবী জানত তারাই ছিল তাদের নিকট বড় আলেম। যেমন বাংলাদেশ। এদেশের মুসলমানগণ আরবী জানেন না। তাই এদেশের যারা আরবী ভাষা জানতেন তারাই ছিলেন আলেম। এই আলেম নামের প্রাণীগণ কুরআন হাদীসকে কত অমান্য করে চলতেন তারা তা জানতো না। এমনি অনারব দেশে ষড়যন্ত্র করে ইসলামের শত্রুরা কুরআন ও হাদীস শিক্ষার মাদরাসা খুলে বসল। কিন্তু বহু মুসলমান বিষয়টি বুঝল না। এরা কুরআন হাদীসের পরিবর্তে মানুষের মতামত মাদরাসায় পড়াতে শুরু করল। মতামতের ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের বিখ্যাত ইমামদের মতামত পড়াত। এদের মধ্যে একজন হলেন ইমাম আবূ হানীফা। মক্কা ও মদীনায় বহিরাগত ছাড়া ইমাম আবূ হানীফার অনুসারী ছিল না। বহু কথা অনারব জগতে প্রচার হয়েছে যা শিক্ষিত আরবপণ্ডিত ও হাদীসের ইমামদিগকে বিক্ষুব্ধ করেছে। অথচ ঐ মতামত যে ইমাম আবূ হানীফার তার সনদ (সূত্র) ভিত্তিক কোন প্রমাণ নাই। তবুও যেহেতু মতামতগুলি আবূ হানীফার নামে তাঁরই ভক্তরা প্রচার করেছেন, তাই আরবগণ কথাগুলি আবূ হানীফার বলেই ধরে নিয়েছে। তাই আবূ হানীফার প্রতি তারা বিরূপ। ভাষার অজ্ঞতার জন্য অনারব দেশগুলিতে হানাফী মাযহাবের লোক বেশী। অন্যদিকে অনারব দেশে হানাফী ফিকার কিতাবগুলি চতুর লোকেরা কোন কালেই স্থানীয় ভাষায় ভাষান্তর করত না যাতে মানুষ ইমাম আবূ হানীফার ফিকাহ সম্পর্কে অবগত হতে না পারে। ওরা বলত এবং আজও বলে ইমাম আবূ হানীফা কুরআন ও হাজার হাজার হাদীস মন্থন করে মতামত দিয়েছেন, মাযহাব তৈরি করেছেন, তাঁর মতামত অর্থই হল আসল কুরআন হাদীস। মূর্খ মুসলমানগণ তাই বিশ্বাস করত এবং আজও করে, অথচ প্রচলিত হানাফী মাযহাবের সাথে ইমাম আবূ হানীফার কোন সম্পর্ক নাই তা তারা কোন দিনই জানতে পারে নাই, আর অধিকাংশ

মানুষ আজও জানে না। ইসলাম বিরোধীগণ এতই চতুর যে, ছাত্রগণ ইমাম আবূ হানীফা সম্পর্কে জানতে পারে এমন কোন ইতিহাসের কিতাব পড়ায় না। আসমাউর রেজাল হতে ইমাম আবূ হানীফার প্রামাণ্য কোন জীবনীই পড়ায় না। শুধু তাই না, তারা ইসলামের কোন ইতিহাসই পড়ায় না। কারণ পড়তে পড়তে তারা আবূ হানীফার ইতিহাস জেনে যাবে এবং তারা ইমাম আবূ হানীফার নামে মিথ্যা, বানোয়াট কাহিনী সম্পর্কে অবগত হলে প্রতারণা ধরা পড়ে যাবে বলেই তারা ইসলামের ইতিহাস পড়ায় না। হিদায়ার লেখকের মাতৃভাষা তুর্কী, তার অঞ্চলের (মুরগিনা) ভাষাও তুর্কী। কিন্তু কিতাব লেখা হয়েছে আরবীতে, কিন্তু আরবগণ হিদায়া লেখার পূর্বেও হানাফী ফিকাহ মেনে নেয় নাই, আর আজও মেনে নিচ্ছে না। মদীনার মসজিদে হানাফী মাযহাব মুতাবিক এক ওয়াক্ত নামায কোন দিন পড়ান হয় নাই। এমনকি মদীনার অন্য কোন মসজিদেও হানাফী মাযহাব মুতাবিক এক ওয়াক্ত নামায পড়ানো হয় নাই। অথচ হানাফী ফিকার কিতাব আরবীতে। এর একমাত্র কারণ অনারবদিগকে হানাফী ফিকাহ সম্পর্কে অজ্ঞ রাখা। আরবদের জন্য আরবীতে পূর্বে যে কুদূরীর কথা বললাম সেই বাগদাদে কুদূরী মুতাবিক কোন দিন নামায পড়া হয় নাই, আর আজও হচ্ছে না। অথচ কুদূরী মুতাবিক নামায পড়া হয় অনারব দেশ সমূহে যেমন তুর্কীস্থান, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তানের এক অংশে।

হানাফী ফিকার ধারক ও বাহকগণ মানুষকে কতটা বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে তা বোঝা যায় হিদায়ার প্রশংসার গীত শুনে ও দেখে। মানুষ যেখানে কুরআনের আয়াতের মত একটি আয়াত রচনা করতে পারে নাই, সেখানে হিদায়ার লেখক কুরআনের মত একটা গ্রন্থই রচনা করে ফেলেছেন বলে গীত গেয়েছেন। কতটা হেয় হলে এমনটা বলতে পারেন কোন ইমামের দাবীদার। আরবগণ হানাফী ফিকাহ অনুসরণ করত না, তবে কেন আরবীতে লেখা হয়। ইমাম আবূ হানীফার মাতৃভাষা ছিল ফারসী, আরবী নয়। ইমাম আবূ হানীফা আরবও ছিলেন না। (সীরাতে নোমান বাংলা-পৃঃ ১০৬, ১১৫, ১৩০)

৩। কান যুদ্দাকায়েক ঃ

এ ফিকার কিতাবখানি মাদ্রাসার পাঠ্য। লেখকের নাম আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন মাহমুদ আননাসাফী। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৬৪৫ হিজরীতে এবং মৃত্যুবরণ করেন ৭১০ হিজরীতে।

গ্রন্থ রচনা করেন ৭১০ হিজরীতে। ইমাম আবূ হানীফার মৃত্যুর (৬৪৫-১৫০)=৪৯৫ বৎসর পর জন্মগ্রহণ করেন। গ্রন্থ রচনা করেন ইমাম আবূ হানীফার মৃত্যুর (৭১০-১৫০)=৫৬০ বৎসর পর।

অতএব, লেখকের কোন প্রকারে ইমাম আবূ হানীফার সাথে সাক্ষাৎ হয় নাই। ইমাম আবূ হানীফার মাযহাব অবগত হবার কোন সনদ বা লোক পরম্পরা বর্ণনা করেন নাই। তার বর্ণিত মতামত যে ইমাম আবূ হানীফার তার কোন প্রমাণ নাই।

হানাফী ফিকার এ গ্রন্থখানি লেখা হয়-

মুয়াত্তা মালিকের (৭১০-২৫৬)=৫৩১ বৎসর পর।

১। সহীহ আল বুখারীর (৭১০-২৫৬)=৪৫৪ বৎসর পর।
২। সহীহ আল মুসলিমের (৭১০-২৬২)=৪৪৮ বৎসর পর।
৩। সুনান-আবী দাউদের (৭১০-২৬২)=৪৪৮ বৎসর পর।
৪। সুনান-তিরমিযীর (৭১০-২৭৯)=৪৩১ বৎসর পর।
৫। সুনান-ইবনু মাজার (৭১০-২৭৩)=৪৩৭ বৎসর পর।
৬। সুনান-নাসাঈর (৭১০-৩০৩)=৪০৭ বৎসর পর।

গ্রন্থখানিতে যেমন ইমাম আবূ হানীফার বক্তব্যের কোন সূত্র নাই, তেমন তার পূর্বের সংকলিত সিহাহ সিত্তাহ বা অন্য কোন হাদীসের কিতাবের বরাতে হাদীসেরও দলিল নাই। অথচ বলা হচ্ছে কিতাবখানি হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ফিকার কিতাব।

হানাফী ফিকার কোন কিতাবের এভাবে কোন সূত্র ইমাম আবূ হানীফা হতেও প্রমাণিত নয়, তেমন কোন হাদীসের কিতাব হতে প্রমাণিত নয়।

৪। শরহে বিকায়া ঃ

কিতাবখানি মাদ্রাসার পাঠ্য। কিতাবখানি একটি কিতাবের ব্যাখ্যা। "বিকায়া" নামক একখানা কিতাব যা হিদায়ার সারসংক্ষেপ। তারই ব্যাখ্যা শরহে বিকায়া। বিকায়ার লেখক ছিলেন মাহমুদ বিন আহ্মাদ। তার জন্ম তারিখ পাওয়া যায় না। তবে তিনি ৬৭৩ হিজরীতে মারা যান। ইমাম আবূ হানীফার সাথে তার সাক্ষাতের প্রশ্ন ওঠে না। অথচ তার কিতাব হানাফী মাযহাবের প্রামাণ্য কিতাব সমূহের একটি।

এই কিতাবের ব্যাখ্যা লিখেছেন উবায়দুল্লাহ বিন মাসউদ বিন মাহমুদ। জন্ম তারিখ পাওয়া যায় না। তবে মৃত্যুবরণ করেন ৭৪৭ হিজরীতে।

কিতাবটি লিখিত হল ৭৪৭ হিজরীতে।

ইমাম আবূ হানীফার মৃত্যুর (৭৪৭-১৫০)=৫৯৭ বৎসর পর।
সহীহ আল বুখারীর (৭৪৭-২৫৬)=৪৯১ বৎসর পর।
সহীহ মুসলিমের (৭৪৭-২৬২)=৪৮৫ বৎসর পর।
সুনান-আবী দাউদের (৭৪৭-২৬২)=৪৮৫ বৎসর পর।
সুনান-তিরমিযীর (৭৪৭-২৭৯)=৪৬৮ বৎসর পর।
সুনান-ইবনু মাজার (৭৪৭-২৭৩)=৪৭৪ বৎসর পর।
সুনান-নাসাঈর (৭৪৭-৩০৩)=৪৪৪ বৎসর পর।

সিহাহ সিত্তার সকল সহীহ হাদীস তার সম্মুখে থাকার পরও লেখক ঐ হাদীসের কিতাবের কোন বরাত দেন নাই। এতে একটা বিষয় স্পষ্ট হয় যে, তারা সহীহ হাদীসের বিকল্প শরীয়ত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করেন।

৫। মুসনাদ ইমাম আযম ঃ

রসূল (সঃ) ও সাহাবা এবং তাবেঈন ও আবু হানীফা (রহ)-এর বক্তব্য দ্বারা সংকলিত। সংকলক হলেন মুহাম্মাদ বিন আলী বিন মুহাম্মাদ। তিনি ১০২৫ হিজরীতে দামেশকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৮৮ হিজরীতে দামেশকেই মৃত্যু বরণ করেন। সংকলক আলাউদ্দীন হাসকাফী উপনামেও খ্যাত ছিলেন। ইমাম আবু হানীফার মৃত্যুর (১০২৫-১৫০) ৮৭৫ বৎসর পর তার জন্ম হয়। এই হাসকাফী ইমাম আবু হানীফার নামে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু হানীফার বর্ণনা কোন্ কোন্ সূত্রে পেলেন তা কোথাও বলেন নাই। সূত্র গোপন করে হাদীস বর্ণনাকে উসূলে হাদীসে বলা হয় তাদলীস। হাদীস বর্ণনায় তাদলীস হারাম। দেখুন মাদ্রাসা পাঠ্য মুকাদ্দামাতুশ শায়েখ ১ম পরিচ্ছেদ।

মুসনাদে ইমাম আযমে ইমাম আবু হানীফার নামে অনেক মিথ্যা বর্ণনা স্থান পেয়েছে।

(১) মুসনাদে ইমাম আযমের ১৩ নম্বর পরিচ্ছেদের ৩৩ নম্বর বর্ণনা লক্ষ্য করুন।

বর্ণনায় বলা হয়েছে, ইমাম আবু হানীফা বলেন আমি ৮০ হিজরীতে জন্ম নিয়েছি। ৯৬ হিজরীতে আমি পিতার সাথে হাজ্জ করতে যাই। মক্কার মসজিদে হারামে সাহাবী আবদুল্লাহ বিন হারিসকে দেখতে পাই। তিনি বলছিলেন যে, রসূল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি দীনের জ্ঞানার্জন করেছে, আল্লাহ তার সকল প্রচেষ্টায় যথেষ্ট। তার রিযিকের ব্যবস্থা আল্লাহ এমনভাবে করবেন যে সে ভাবতেও পারবে না যে, এভাবে রিযিক আসতে পারে।"

বর্ণনাটি মিথ্যা হওয়ার কারণ ঃ

সাহাবী আবদুল্লাহ বিন হারিস ৮৬ হিজরীতে মিসরে মৃত্যু বরণ করেন- (তাকরীবুত তাহযীব ঃ ক্রমিক নম্বর ৩২৬২ঃ পৃঃ ২৯৯)। আর ইমাম আবু হানীফা ৯৬ হিজরীতে হাজ্জে গিয়েছিলেন। অতএব, (৯৬-৮৬)= আবদুল্লাহ বিন হারিসের মৃত্যুর ১০ বৎসর পর তাঁর সাথে সাক্ষাত করেছেন। যদি কথাটি ইমাম আবু হানীফা বলে থাকেন তাহলে কথাটা সত্য নয়, আর যদি ইমাম আবু হানীফা না বলে থাকেন এবং হাসকাফী বলে থাকেন তাহলে হাসকাফী সত্যবাদী নন। ইমাম আবু হানীফাকে তাবেঈ বানাবার জন্য ইমামের নামে মিথ্যা বলেছেন। মিথ্যা বাদীর সংকলন সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না।

(২) মুসনাদে ইমাম আযমের ১২৬ নম্বর অনুচ্ছেদের ২৭১ নম্বর হাদীসের বর্ণনা কারী হলেন- আবু হানীফা ইবনে উমার হতে। অর্থাৎ সাহাবী ইবনে ওমার হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং আবু হানীফা শুনেছেন। সূত্রটি একে বারেই মিথ্যা। কারণ সাহাবী ইবনে উমার মৃত্যু বরণ করে ৭৩ হিজরীতে (তাকরীবুত তাহযীব ক্রঃ ৩৪৯০ পৃঃ ৩১৫) এবং আবূ হানীফার জন্ম ৮০ হিজরীতে। মুসনাদে আবু হানীফার সংকলক বলতে চান ইমাম আবু হানীফা তার জন্মের (৮০-৭৩=) ৭ বৎসর পূর্বে সাহাবী ইবনে উমার (রা) এর সাথে সাক্ষাত করেছেন। ইমাম আবু হানীফা যদি বলে থাকেন তাহলে কথাটা সত্য নয়, আর যদি হাসকাফী বলে থাকেন তাহলে কথাটা মিথ্যা।

(৩) মুসনাদে ইমাম আযমের ২২১ নম্বর অনুচ্ছেদের ৪৭৯ নম্বর হাদীসে বর্ণনা কারী ইমাম আবু হানীফা। তিনি বলেন, আমি ৮০ হিজরীতে জন্ম নিয়েছি। রাসূলের সাহাবী আবদুল্লাহ বিন উনাইস ৯৪ হিজরীতে কুফায় আসেন। আমি তার নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করি। সাহাবী আবদুল্লাহ বিন উনাইস সিরিয়ায় ৫৪ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। তাকরীবুত তাহযীব ক্রঃ ৩২১৬ পৃঃ ২৯৬। বর্ণনায় বোঝা যায় যে, ইমাম আবু হানীফার জন্মের (৮০-৫৪=) ২৬ বৎসর পূর্বে সাহাবী আবদুল্লাহ বিন উনাইসকে দেখেছেন। বর্ণনাটি একেবারেই মিথ্যা।

মুসনাদে ইমাম আযম মূলত ইমাম আবূ হানীফার বর্ণনাই নয়। মুসনাদে ইমাম আযমের সংকলক ইমাম আবু হানীফার মৃত্যুর ৮৭৫ বৎসর পর জন্ম নিয়ে ইমাম আবূ হানীফার বর্ণনা প্রাপ্তির কোন সূত্র উল্লেখ করেন নাই। তাই সূত্র বিহীন বর্ণনা সত্য হতে পারেনা।

ফাতাওয়াহ কি ঃ শরীয়াতের কোন বিষয় আলেমদের নিকট জিজ্ঞাসা করাকে আরবীতে বলা হয় ইসতিফ্তা বা ইসতাফ্তা। জিজ্ঞাসার জবাবকে আরবীতে বলা হয় ফাতাওয়াহ। যে ব্যক্তি (জবাব) ফাতাওয়াহ দেন তাকে বলা হয় মুফতী।

মানুষ বিভিন্ন মাদ্রাসা ও আলেমদের নিকট শরীয়াতের অজানা বিষয় জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু মুফতীগণ তাদের পড়ে আসা ফিকার কিতাব-

১। আল মুখতাসারুল কুদুরী-

২। হিদায়া

৩। শারহে বিকায়া

৪। কানজুদ্দাকায়েক- এর কোন কিতাব হতে কোন ফাতাওয়াহ বা জিজ্ঞাসার জবাব দেন না। অথচ ৮/১০ বৎসর নিয়মিতভাবে মাদ্রাসায় ফিকার কিতাবগুলি পড়ানো হয়। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় এ কিতাবগুলি দ্বারা যখন কোন জিজ্ঞাসার জবাব দেয়া যাবে না তাহলে এ কিতাবগুলি পড়ানো হয় কেন?

এর কোন জবাব নাই। কারণ হল ফিকার কিতাবগুলিতে একটি বিষয়ে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। ফলে কোন মতে ফাতাওয়াহ বা জবাব দিতে হবে তা নির্ণয় করা নাই। তাই ফিকার কোন কিতাব দ্বারা কারো কোন প্রশ্নের জবাব দেয়া সম্ভব নয়। যেমন হিদায়ার একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি।

জিজ্ঞাসা ঃ মুক্তাদী ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে কিনা?

০ হিদায়াতে এ বিষয়ে বলা হয়েছে "মুক্তাদী ইমামের পিছনে কুরআন পাঠ করবেনা"। (আরবী হিদায়া ১ম পৃঃ ১২০, বাংলা হিদায়া ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১মঃ পৃঃ ৯৪)

আশ্চর্যের বিষয় হল, ঐ একই পৃষ্ঠায় উল্লেখিত মাসআলাহটির

০ দ্বিতীয় লাইনের শেষে বলা হয়েছে "কুরআন পাঠ ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের উপর ফরয।"

০ আবার লেখা আছে " কুরআন পাঠ হারাম (মাকরুহে তাহরীমা)

অতএব, ফিকার কিতাব দ্বারা কোন জিজ্ঞাসার জবাব দেয়া সম্ভব নয়। জিজ্ঞাসার জবাব দেবার জন্য ফাতাওয়ার কিতাব। সচরাচর ফাতাওয়ার কিতাব হতেই জবাব দেয়া হয়। ফিকাহ ও ফাতাওয়ার কিতাবের মধ্যে খুব সামান্য পার্থক্য রয়েছে। সে পার্থক্য হল এই যে, বিভিন্ন মতামত উল্লেখ করার পর কোন একটি মত সম্পর্কে বলা হয়েছে " এই মতের উপর ফাতাওয়া"- অর্থাৎ এ মতটাই গ্রহণযোগ্য। বাংলাদেশ, ভারত,পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে ফাতাওয়ার কিতাব হিসাবে গ্রহণ করা দু'খানি কিতাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি হল রাদ্দুল মুহ্তার, অন্যটি হল ফতোয়ায়ে আলমগীরী। আমরা ঐ দুটি কিতাবের ইতিহাস তুলে ধরলাম।

ফাতাওয়ার দু'টি কিতাব।

১। রাদ্দুল মুহ্তার ঃ

এই কিতাবটি হানাফী মাযহাবের সর্ববৃহৎ ফাতাওয়া বা ফিকার কিতাব। এ কিতাবখানিতে তিনটি কিতাব রয়েছে। প্রথম হল তানবীরুল আবসার। লেখকের নাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ। ৯৩৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০০৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

ইমাম আবু হানীফার মৃত্যুর (৯৩৯-১৫০-=) ৭৮৯ বৎসর পর জন্মলাভ করেন। ইমাম আবু হানীফার সাথে সাক্ষাতের কোন প্রশ্নই ওঠেনা। অথচ কিতাবখানি হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ফাতাওয়ার কিতাব।

কিতাবখানি লিখিত হয় ১০০৪ হিজরীতে। অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফার মৃত্যুর (১০০৪-১৫০=) ৮৫৪ বৎসর পর। কিভাবে এবং কোন্ কোন্ সূত্রে ইমাম আবু হানীফার মতামত তিনি প্রাপ্ত হলেন তার কোন বিবরণ কিতাব খানিতে নেই। লেখকের সম্মুখে তখন ছিল হাদীসের কিতাবসমূহ, তার কোন কিতাবেরও কোন বরাত নাই।

কিতাবখানি লিখিত হয়-

মুয়াত্তা মালিকের ১০০৪-১৭৯= ৮২৫ বৎসর পর।

সহীহ আল বুখারীর ১০০৪-২৫৬= ৭৮৪ বৎসর পর

সহীহ মুসলিমের ১০০৪-২৬২= ৭৪২ বৎসর পর।

সুনান আবী দাউদের ১০০৪-২৬২= ৭৪২ বৎসর পর।

সুনান তিরমিযীর ১০০৪-২৭৯= ৭২৫ বৎসর পর।

সুনান ইবনে মাজার ১০০৪-২৭৩= ৭৩১ বৎসর পর।

সুনান নাসায়ীর ১০০৪-৩০৩= ৭০১ বৎসর পর।

সিহাহ সিত্তার হাদীসগুলি লেখক সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছেন। উল্লেখিত কিতাবগুলি যে হাদীসের কিতাব তার উল্লেখ পর্যন্ত নাই।

২। তানবিরুল আবসার ঃ

এর ব্যাখ্যা করেছেন মুহাম্মাদ বিন আলী। তিনি হাসকাফী উপনামেও পরিচিত। তিনি ১০২৫ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১০৮৮ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন।

তানবিরুল আবসারের ব্যাখ্যার নাম আদ-দুর-রুল মুখ্তার। তিনি সহীহ্ আল বুখারীর বর্ণিত হাদীসের বিরূপ সমালোচনায় সংক্ষিপ্ত টীকা (তালীকা) লিখেছিলেন। মুসলিম মিল্লাত তা প্রত্যাখ্যান করায় পৃথিবীতে আজ আর তা কোন পুস্তকালয় বা যাদুঘরেও পাওয়া যায় না। এ ব্যক্তিও দুররুল মুখতারে ঐ সিহাহ্ সিত্তার কোন ধার ধারে নাই।

এই দুর-রুল মুখতারের ব্যাখ্যা হল রাদ্দুল মুহ্তার। অর্থাৎ এতে তিনটি কিতাব আছে।

১) তানবীরুল আবসার।
২) দুর-রুল মুখতার।
৩) রাদ্দুল-মুহ্তার।

এ কিতাবের লেখক মুহাম্মাদ আমীন বিন উমার।

১১৯৮ হিজরীতে দামেস্কে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি আল্লামা শামী বলেও পরিচিত। দামেস্ক নগর (সিরিয়া) শাম দেশের রাজধানী ছিল। সে হিসাবে তিনি শামী। তাই অত্র কিতাবটি তার উপনাম হিসাবে শামী নামেও পরিচিত। অতএব কিতাবের নাম রাদ্দুল মুহতার এবং শামী। লেখক ১২৫২ হিজরীতে দামেস্কে মারা যান।

এই কিতাব খানিতেও সিহাহ সিত্তাহ বা কোন্ হাদীসের বরাতে কোন মাসআলাহ বা সমাধান প্রদান করা হয় নাই। অথচ কিতাবটি লিখিত হয়

মুয়াত্তা মালিকের (১২৫২-১৭৯=) ১০৭৩ বৎসর পর।
সহীহ আল বুখারীর (১২৫২-২৫৬=) ৯৯৬ বৎসর পর।
সহীহ মুসলিমের (১২৫২-২৬২=) ৯৯০ বৎসর পর।
সুনান আবী দাউদ (১২৫২-২৬২=) ৯৯০ বৎসর পর।
সুনান তিরমিযী (১২৫২-২৭৯=) ৯৭৩ বৎসর পর।
সুনান ইবনে মাজার (১২৫২-২৭৩=) ৯৭৯ বৎসর পর।
সুনান নাসাঈর (১২৫২-৩০৩=) ৯৪৪ বৎসর পর।

৩। ফতোয়ায়ে আলমগীরী ঃ

কিতাবখানি ফতোয়ায়ে আলমগীরী বলে প্রখ্যাত। কিন্তু আসল নাম হল ফতোয়ায়ে হিন্দিয়াহ।

কথিত আছে যে, ১০০ হানাফী আলেম কিতাবখানির সম্পাদনায় অংশগ্রহণ করেন। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন শায়খ নিযামুদ্দীন। তার জন্ম তারিখ পাওয়া যায় না। তার মৃত্যু ১১০৩ হিজরীতে বলে জানা যায়। কিতাব খানির নামের নিচে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে কিতাবখানি ইমাম আবু হানীফার মাযহাব। অর্থাৎ কিতাবখানি অন্য কিছু নয়, কেবল ইমাম আবু হানীফার মতামত। কিতাবখানির পাশে আরও দু'খানি কিতাব আছে। এক খানির নাম ফতোয়ায়ে কাযী খান। লেখকের নাম হাসান বিন মানসূর। ৫৯২ হিজরীতে মারা যান। জন্ম তারিখ পাওয়া যায়না।

অন্য আর একখানি কিতাবের নাম ফতোয়ায়ে বাযযাবিয়াহ। লেখকের নাম মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ। জন্ম তারিখ পাওয়া যায় না তবে মৃত্যু ৮২৮ হিজরীতে। ফতোয়ায়ে কাযীখান লেখা হয় ৫৯২ হিজরীতে। অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফার মৃত্যুর

(৫৯২-১৫০=) ৪৪২ বৎসর পর। লেখক হাসান বিন মানসূর কোন্ সূত্রে ইমাম আবু হানীফার বক্তব্য পেলেন তার কোন উল্লেখ নেই।

ফতোয়ায়ে বায্যাবিয়াহ লেখা হয় ইমাম আবু হানীফার মৃত্যুর (৮২৮-১৫০=) ৬৭৮ বৎসর পর। লেখক মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মদ কোন সূত্রে ইমাম আবু হানীফার কথা প্রাপ্ত হলেন তার কোন উল্লেখ করেন নাই।

ফতোয়ায়ে আলমগীরী লেখা হয় ১১০৩ হিজরীতে অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফার মৃত্যুর (১১০৩-১৫০=) ৯৫৩ বৎসর পর। এই কিতাবেও ইমাম আবু হানীফার কথাগুলো প্রাপ্তির কোন সূত্র নাই।

বাংলাদেশ, ভারত পাকিস্তানে ইমাম আবূ হানীফার নামে যে হানাফী মাযহাব চলছে ইমাম আবূ হানীফার সাথে তার কোন সূত্রে সম্পর্ক প্রমাণিত নাই। অতএব, ইমাম আবু হানীফার নামে উল্লেখিত যত মতামত চলছে তা সবই মিথ্যা ও ভূয়া।

আমরা ফিকার কিতাব ও ফাতাওয়ার কিতাবের যে বিবরণ তুলে ধরেছি, তার মধ্যে কোন কথা যদি কেউ মিথ্যা পেয়ে থাকেন অবশ্যই জানাবেন। ইনশাআল্লাহ মিথ্যা পাবেন না। তাই সকল মুসলমানদিগকে আমরা দাওয়াত দিচ্ছি যে, আসুন! আমরা আল্লাহর কুরআন ও সহীহ হাদীস মেনে চলি, ইমাম আবু হানীফার নামে আর প্রতারিত না হই।

ইমাম মালেকের কিতাব মুয়াত্তা আছে। তাতে হাদীস আছে, তেমন ইমাম শাফিঈর জামেউশ-শাফিঈ, আরও ২২খানা কিতাব আছে, ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বলের কিতাব মুসনাদে আহমাদ সহ আরও বহু হাদীসের কিতাব আছে। মুসলমান ঐ তিন ইমাম হতে উপকৃত হচ্ছে আরও হবে। আমরা কোন ইমামের মুকাল্লিদ নই। যার কথা ও মতামত বিশুদ্ধ হাদীস মোতাবেক পাচ্ছি মেনে চলছি। ইমাম আবু হানীফার বিশুদ্ধ বর্ণনা কেউ উপস্থিত করলে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছি এমন কোন দৃষ্টান্ত নাই।

৪। তাহাবী শরীফ ঃ

কিতাবের আসল নাম হল শারহু মায়ানিল আসার। সংকলকের নাম আবু জাফর আহ্মদ বিন মুহাম্মাদ। তিনি ২২৯ হিজরীতে জন্ম ও ৩২১ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। তাতে দেখা যায় সিহাহ সিত্তার শেষ কিতাব সুনান আন নাসাঈ সংকলনের মাত্র (৩০৩-৩২১=) ১৮ বৎসর পর তাহাবী শরীফ সংকলিত হয়।

কিন্তু হাদীসের ইমামগণ কিতাব খানিকে সিহাহ সিত্তার মধ্যে গণ্য করেন নাই। মুকাদ্দামাতুশ -শায়েখ মাদ্রাসার পাঠ্য ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।)

০ হাদীসের ইমামগণ তাহাবীকে সিহাহ সিত্তার মধ্যে গণ্য না করায় এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, তাহাবী কিতাব হিসাবে সহীর মধ্যে গণ্য নয়।

০ কিতাবটির মধ্যে যে হাদীসটি সনদের দিক হতে বিশুদ্ধ সেটাকে গ্রহণ করা যাবে। যেটা বিশুদ্ধ নয় তা বর্জনীয়।

০ তাহাবীর ভূমিকায় তার সংকলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় হাদীসে গরমিল দেখে অনেক নাস্তিকগণ বলে থাকে গরমিলে ভরা ইসলাম মেনে চলা সম্ভব নয়। আবার অনেক কমজোর ঈমানের লোকও ঐ রকম কথা বলে থাকে। এর কারণ হল ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় এক প্রকার বিধান ছিল। কিন্তু তাকে রহিত করে আর এক প্রকার

বিধান প্রদান করা হয়েছে। তারা কোন্ বিধান পূর্বে ও কোন্‌টি পরের তা অবগত নয় বলেই এমন কথা বলছে বা ভাবছে। আমার সংকলনের উদ্দেশ্য হল কোন বিধান পূর্বের এবং কোনটি পরের তা বর্ণনা করা। অর্থাৎ কোনটি বহাল কোনটি রহিত তা চিহ্নিত করা।

এ বিষয়টি প্রমাণ করতে গিয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছেন যা কোন হাদীসের সংকলকের জন্য অনভিপ্রেত। তিনি যা করেছেন তা হল ঃ

১। মুত্তাফাক আলাইহি হাদীস (বুখারী ও মুসলিমের সহীহ হাদীস)-কে রহিত প্রমাণ করার জন্য জাল হাদীস তুলে দিয়েছেন।

২। সহীহ হাদীস রহিত প্রমাণ করার জন্য জাল ও যঈফ হাদীস তুলে ধরেছেন।

৩। রসূলের সহীহ হাদীসকে রহিত প্রমাণ করার জন্য সাহাবাদের কথা বা কাজকে তুলে ধরেছেন।

৪। অনেক হাদীসকে কাট ছাঁট করে তুলেছেন। এ কারণগুলি ছাড়াও আরও অনেক কারণ আছে যার জন্য হাদীসের ইমামগণ তার সংকলনকে প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করেন নাই। যেমনঃ মিশকাত, বুলুগুল মারাম প্রভৃতি হাদীসের সংকলকগণ মুয়াত্তা মালিক, মুসনাদে-আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, দারমী, দারকুতনী প্রভৃতি হতে হাদীস তাদের সংকলনে স্থান দিয়েছেন, কিন্তু তাহাবীর কোন হাদীস তাদের সংকলনে স্থান দেন নাই। এতে প্রমাণ হয় তাহাবী গ্রহণযোগ্য কোন হাদীসের সংকলন নয় এবং তা দলীল হিসাবে উত্থাপন করার মত সংকলন নয়।

কোন সহীহ হাদীসের সমর্থনে তাহাবীর কোন সহীহ হাদীস (শাহেদ) সমর্থক হিসাবে উপস্থিত করা যায়, কিন্তু সিহাহ্ সিত্তার কিতাবের মত মূল দলিলের কিতাব বলে গণ্য করা যায় না। যেমন মূল দলিল হিসাবে বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য সিহাহ সিত্তার কিতাবকে দলিল বলে গণ্য করা যায়। কারণ তাহাবী মূলত কোন সহীহ হাদীসের কিতাব হিসাবে হাদীসের কিতাবের মধ্যে কোন ইমাম গণ্য করেন নাই, সহীহ্ আল বুখারী স্বতন্ত্র দলিলের কিতাব, মুসলিম স্বতন্ত্র কিতাব, তেমন অন্য চারখানা, তেমন স্বতন্ত্র দলিলের কিতাব বলে হাদীসের ইমামগণ গ্রহণ করেন নাই। বর্তমানে যদি কেউ তাহাবীকে স্বতন্ত্র দলিলের কিতাব গণ্য করেন তাহলে বলতে হবে তাহাবী সংকলনের পর হতে তাকে বর্জনকারী সকল হাদীসের ইমামগণ হয় হিংসুক ছিলেন তাই বর্জন করেছিলেন, নতুবা বলতে হবে নিরপেক্ষ নিরিখে বর্জন করেছেন। এতে কোন মাযহাব বা কোন দলের পরোয়া করেন নাই যা তাদের জন্য সম্ভব ছিলনা। তারা ছিলেন সমসাময়িক অন্যান্য ইমাম ও সাধারণ মুসলমানদের নিকট নিরপেক্ষ বিশ্বাসযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য এবং নির্ভীক ও সকল প্রকার সংকীর্ণতার উর্দ্ধে। যেমন ধরুন ইমাম বায়হাকী, মিশকাতের সংকলক মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ্ আল খতীব তাবরেযী, ইবনে হাজার আসকালানী, ইমাম দারাকুতনী, ইমাম নববী প্রভৃতি হাদীসের ইমামগণ কেউই তাদের হাদীসের কিতাবে তাহাবী হতে হাদীস সংগ্রহ করেন নাই। তাহলে কি বলব যে, এরা সংকীর্ণ মনোভাবের লোক ছিলেন?

কেউ যদি ইমাম আবু হানিফার নামে যঈফ ও জাল হাদীস পেশ করেন অথবা তার নামে এমন কোন কথা পেশ করেন যা সহীহ হাদীস বিরোধী তাহলে তা মেনে নিতে আমরা অপারগ। তাছাড়া ইমাম আবু হানীফা এমন করেছেন আমরা তা মেনে নিতে পারছিনা।

সমাপ্ত